দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ...
পৃষ্ঠা - ৭ ... কলাম ৬

মাঠ পর্যায়ে ছাত্রদলের চালচিত্র-১

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

আগামী মাসে অনুষ্ঠিত হবে জেলায় জেলায় নতুন সম্মেলন। সফরকারী কেন্দ্রীয় টিম স্থানীয় ছাত্রদল নেতাদের সাথে আলাপ করে সম্মেলনের তারিখ নির্ধারিত করবেন। এ লক্ষ্যে জেলার কাউন্সিলরের তালিকা চূড়ান্ত করা হয়েছে। আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে জেলা শাখার সম্মেলন সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে বিভাগে দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় টিমকে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সফরকালে দেখা গেছে অধিকাংশ জেলার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের ছাত্রত্ব নেই ও তারা বিবাহিত। কেউ কেউ জোর করে ছাত্রত্ব ধরে রেখেছেন। ছাত্রত্ব শেষ হয়ে যাওয়া নেতারা ছাত্র রাজনীতি থেকে সসম্মানে বিদায় নিতে আগ্রহী। সেই সাথে তারা পুনর্বাসনও চান। বয়স্ক এসব নেতাদের কথা হচ্ছে– বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তারা অনেক ত্যাগ শিকার করেছেন। পুলিশ ও সরকার দলীয় কর্মীদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন। এখন দল ক্ষমতায় আসার পরও তাদেরকে দেখাশোনা করা হচ্ছে না। কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। এদিকে শেষ হয়ে গেছে চাকরির বয়স। ছাত্রদলের অধিকাংশ জেলা নেতৃবৃন্দের মাঝে বিরাজ করছে তীব্র হতাশা। এমতাবস্থায় তারা চান বিএনপিসহ অন্য কোন অঙ্গসংগঠনে পুনর্বাসন। পাশাপাশি বৈধ পন্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও যাদের বয়স আছে তাদেরকে যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন চাকরিতে সুযোগ করে দেয়া হোক।

এছাড়া সাংগঠনিক সফরে কেন্দ্রীয় টিমের নেতাদের কাছে তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা সংগঠনের সকল স্তরে অছাত্র, বিবাহিত ও সন্ত্রাসী বাদ দিয়ে নিয়মিত ছাত্র, অবিবাহিত ও মেধাবী নেতৃত্বের মাধ্যমে ছাত্রদলকে ঢেলে সাজানোর জোর দাবী তুলেছেন। যাতে বিএনপি ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় আগামী ৪ বছরে ছাত্রদল প্রকৃত জাতীয়তাবাদী, দেশপ্রেমিক ও দক্ষ নেতাকর্মীদের সমন্বয়ে মূল দলের চেয়ে শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়।

বরিশাল বিভাগে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় টিমে সাবেক ছাত্রনেতা ছিলেন ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক ফজলুল হক মিলন এমপি। টিম লিডার ছিলেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় আহবায়ক কমিটির সদস্য সুলতান সালাউদ্দিন টুকু। টিমের অন্য সদস্যরা ছিলেন কেন্দ্রীয় সদস্য কাজী রওনাকুল ইসলাম টিপু, নুরুল ইসলাম নয়ন, হাসান মামুন। বরিশাল বিভাগে ছাত্রদলে সাংগঠনিক জেলা নয়টি। তন্মধ্যে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন জেলা শাখা হিসেবে ঘোষণা করেন সফরকারী কেন্দ্রীয় টিম। বাকী ৮ জেলার কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে বহু আগে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, জেলা শাখাসমূহের বেশীর ভাগ সভাপতি অছাত্র ও বিবাহিত। কেউ কেউ সন্তানের জনক। জোর করে অনেকে ছাত্রত্ব টিকিয়ে রেখেছেন। বরিশাল মহানগর শাখা বিগত সরকারের আমলে সংগঠন প্রকাশ্যে তেমন সভা-সমাবেশ ন করতে পারলেও বর্তমানে সাংগঠনিক অবস্থা ভালো। বরিশাল বিএম কলেজে ছাত্রদল-শিবির যৌথ প্যানেল এবং বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও বরিশাল ল' কলেজে ছাত্রদল পূর্ণ প্যানেলে জয়লাভ করেছে।

আগামী সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীদের মনোনয়নের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছাত্রদলকে ব্যবহার করার চেষ্টা চলছে। এছাড়া স্থানীয় প্রভাবশালী কয়েকজন নেতা গত সরকারের আমলে ত্যাগী ও নির্যাতিত নেতাদের বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত নতুনদের প্রাধান্য দিচ্ছেন। লবিং-এ কুলিয়ে উঠতে না পেরে ত্যাগী নেতাকর্মীরা কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। ত্যাগী ও নির্যাতিতরা, অনেকে কলেজ সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন চেয়ে পাননি। মহানগর শাখায় নেতাকর্মীরা কাউন্সিল না করে সম্মেলনের মাধ্যমে কমিটি চাচ্ছেন। কাউন্সিল হলে বিএনপি নেতারা প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটিয়ে কমিটি তাদের অনুকূলে নিবেন বলে আশঙ্কা করছেন কর্মীরা।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, বরিশাল (উত্তর) জেলা শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দু'জনই সম্মানজনক বিদায় ও রাজনৈতিক পুনর্বাসন চান। এ শাখার প্রধান সমস্যা যোগাযোগের বিচ্ছিন্নতা ও এমপিদের হস্তক্ষেপ। জেলা শাখায় কোন শহর না থাকায় এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্রদল নেতাকর্মীদের বিচ্ছিন্নতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে স্থানীয় এমপিরা তাদের ইচ্ছামত প্রভাব খাটিয়ে জেলা শাখাকে চাপ প্রয়োগ করে থানা কমিটি করে। যা ব্যাপক দ্বন্দ্ব ও বিশৃংখলার সৃষ্টি করছে। কমিটি করার ক্ষেত্রে বাদ দেয়া হচ্ছে সবচে' ত্যাগী ও নির্যাতিত নেতাকর্মীদের। এ শাখায় কোন চেইন অব কমান্ড নেই। বরিশাল (দক্ষিণ) জেলার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক দু'জনই দক্ষ ও সাংগঠনিকভাবে যোগ্য। সভাপতি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক। তিনি কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের বিভাগীয় সহ-সভাপতি প্রার্থী। এই শাখায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাংগঠনিক প্রজ্ঞা ও যোগ্যতাসম্পন্ন নেতাকর্মী রয়েছে। তবে স্থানীয় বিএনপি নেতাদের মদদে নতুনরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাওয়ায় সংগঠনের পুরনো নেতাকর্মীরা হতাশাগ্রস্ত। নেতাকর্মীরা পুলিশের ভয়ে পালিয়ে থাকার কারণে ৫ বছরে কমিটি পূর্ণাঙ্গ হয়নি। এমপি ও স্থানীয় বিএনপি নেতাদের কারণে বাকেরগঞ্জসহ বিভিন্ন থানার কমিটি পূর্ণাঙ্গ করা যায়নি।

পটুয়াখালী জেলায় ছাত্রদল বিএনপির আপত্তি উপেক্ষা করে '৯৮ সালে বিভাগীয় ছাত্র সমাবেশ পটুয়াখালীতে আয়োজন করায় তখন থেকেই ছাত্রদল সেখানে বিএনপি থেকে কোন ধরনের সহযোগিতা পাচ্ছে না। এমনকি জেলা বিএনপির অফিসে বসতে পারে না ছাত্রদল নেতাকর্মীরা। এছাড়া বিএনপি নেতারা থানা ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের তাদের অনুগত করে জেলা ছাত্রদলের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। এই গ্রুপিং জেলা ছাত্রদলের সাংগঠনিক কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। আন্তরিকতা সত্ত্বেও গ্রুপিং-এর কারণে বিভিন্ন থানার কমিটি করা যায়নি। জেলা ছাত্রদল পটুয়াখালী সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে নির্বাচনের কার্যকর দাবী তুললেও বিএনপির চাপের কারণে তা পারছে না। জেলা সভাপতি সাংগঠনিক ও ত্যাগী। তিনি ছাত্র রাজনীতি থেকে সসম্মানে বিদায় ও সঠিক মূল্যায়ন চান। পিরোজপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি ছাত্র নয় ও বিবাহিত। তিনি জেলা বিএনপির প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। দু'বার তিনি পিরোজপুর কলেজ থেকে ভিপি নির্বাচিত হন। দু'বছর আগে থেকেই সভাপতি দায়িত্ব ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। সাধারণ সম্পাদক ছাত্রত্ব ধরে রেখেছেন। শহরে দলীয়ভাবে আওয়ামী লীগের শক্ত অবস্থান এবং এমপি জামায়াতের হওয়ার কারণে বিএনপির সাংগঠনিক অবস্থান এতটা দুর্বল যে ছাত্রদল কিছুটা তৎপর হলেও দলের পক্ষ থেকে ন্যূনতম কোন সহযোগিতা পাচ্ছে না। পিরোজপুর জেলায় বিএনপির কোন দলীয় কার্যালয় নেই। জেলা বিএনপির সভাপতি স্বরূপকাঠি থানায় ৮ বছর কোন কমিটি করতে দেননি। মঠবাড়ীয়া ও কাউখালি থানায় ছাত্রদল এখনো ছাত্রলীগের দ্বারা নির্যাতিত হয়। প্রশাসনের কোন সহযোগিতাও পাচ্ছে না ছাত্রদল। পুলিশ প্রশাসন সম্পূর্ণ ছাত্রলীগের পক্ষে। পুলিশ ছাত্রদলের মামলা পর্যন্ত নেয় না। মূলত জেলা বিএনপির সভাপতি সংগঠনের খোঁজ-খবর না রাখায় সেখানকার অবস্থা নাজুক। ভোলা জেলায় আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্রদল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও সফরকালে সাংগঠনিক দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ দ্বারা নির্যাতিত ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত নেতাকর্মীরা পুনর্বাসনের অভাবে হতাশাগ্রস্ত, যা সংগঠনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

ঝালকাঠি জেলায় ছাত্রদলের অবস্থান অত্যন্ত শক্ত। প্রচুর যোগ্য নেতাকর্মী রয়েছে এখানে। কিন্তু স্থানীয় বিএনপি নেতাদের দ্বন্দ্ব ছাত্রদলকে দ্বিধা-বিভক্ত করে রেখেছে। ক্ষতিগ্রস্ত নেতাকর্মীরা পুনর্বাসিত না হওয়ায় হতাশায় জর্জরিত। স্থানীয় বিএনপির প্রভাবমুক্ত হলে সাংগঠনিকভাবে শক্তিশালী ছাত্র সংগঠনে পরিণত হবে বলে নেতাকর্মীরা মনে করেন। জেলা সভাপতি ছাত্রদল থেকে বিদায় নিতে প্রস্তুত। বরগুনা জেলায় '৯৮ সালে ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদ জেলা শাখার কমিটি গঠন করলে স্থানীয় বিএনপি সভাপতি আরেকটি কমিটি ঘোষণা করে। কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের অনুমোদিত কমিটিকে তারা বিভিন্ন প্রকার অসহযোগিতা করে। ক্ষমতায় আসা ছাত্রদল নেতাকর্মীদের প্রশাসনিকভাবে হয়রানি করা হয়। জেলা ছাত্রদলের সাংগঠনিক সম্পাদক রিপনকে প্রতিপক্ষ গ্রুপ কুপিয়ে জখম করে। সে বর্তমানে মাদ্রাজে চিকিৎসারত। ছাত্রদল অনুমোদিত কমিটির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে হয়রানি করা হচ্ছে। দুই কমিটির দ্বন্দ্বের কারণে উভয়পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে সফরকারী টিম জেলা ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করে।

বরিশাল বিভাগে সফরকারী টিমের সাবেক ছাত্রনেতা ফজলুল হক মিলন এমপি সফর সম্পর্কে বলেন, ছাত্রদলের এই সাংগঠনিক সফরে তৃণমূল পর্যায়ে অভূতপূর্ব সাড়া পড়েছে। নেতাকর্মীদের সকল হতাশা দূর হয়ে তাদের মাঝে নতুন উদ্যোগ ও প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। বিএনপির এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে প্রতিটি স্তরের নেতাকর্মী। তারা চায় এ ধরনের সফর মাঝে-মাঝেই পরিচালিত হোক। তিনি জানান, বিএনপির এক নম্বর যুগ্ম-মহাসচিব তারেক রহমানের নির্দেশনায় সংগঠনের যে নতুন অভিযাত্রা শুরু হয়েছে আগামী দিনে যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টিতে তা ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখবে। এবং সমস্ত অপশক্তিকে প্রতিহত করে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উৎপাদনমুখী ও উন্নয়নের রাজনীতিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। টিম নেতা সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন, ছাত্রদলের কর্মকাণ্ড স্থগিত থাকার কারণে বিরাজমান স্থবিরতা কেটে গেছে এই সফরের কারণে। গোটা বিভাগে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। নেতাকর্মীরা সানন্দে তা গ্রহণ করেছে। তাদের মাঝে প্রাণসঞ্চার হয়েছে। তিনি জানান, সাবেক ছাত্রনেতা ফজলুল হক মিলনের সাংগঠনিক ইমেজ ও অভিজ্ঞতা সফরে দারুণভাবে কাজে লেগেছে। গোটা টিম ... হয়েছে।

খুলনা বিভাগে সফরকারী টিমে সাবেক ছাত্রনেতা ছিলেন ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি রুহুল কবির রিজভী আহমেদ। টিম নেতা ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম আহবায়ক এবিএম মোশাররফ হোসেন। টিমের অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জয়ন্ত কুমার কুণ্ড, সাইফুল ইসলাম ফিরোজ এবং আসাদুজ্জামান মুরাদ। খুলনা বিভাগে ছাত্রদলের সাংগঠনিক জেলা ১২টি। তন্মধ্যে তিনটি জেলার কমিটি ভেঙ্গে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠন করে কেন্দ্রীয় টিম। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এই বিভাগে জেলাসমূহের অধিকাংশ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের ছাত্রত্ব নেই এবং তারা বিবাহিত। কেউ কেউ জোর করে ছাত্রত্ব ধরে রেখেছেন। সফর সম্পর্কে সাবেক ছাত্রনেতা রিজভী আহমেদ জানান, খুলনা বিভাগে সাংগঠনিক সফরে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। সফল সফরের মাধ্যমে ছাত্রদল নেতাকর্মীদের মাঝেও উপলব্ধি জাগ্রত করেছে যে, হারানো গৌরব ও ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করতে হবে। সংগঠন যাতে নতুনভাবে গড়ে উঠতে পারে এ ব্যাপারে সকলে স্বতঃস্ফূর্ত পরামর্শ দিয়েছে। টিম নেতা এবিএম মোশাররফ হোসেন জানান, এ সাংগঠনিক সফর সমগ্র খুলনা বিভাগে বিএনপির রাজনীতিতে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। প্রতিটি জেলায় নেতাকর্মীদের উৎসাহ-উদ্দীপনায় ঝিমিয়ে পড়া রাজনীতিতে নতুন করে প্রাণের সঞ্চার করেছে। জেলাগুলোতে যে সাংগঠনিক উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা গেছে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। নেতাকর্মীরা প্রতিটি অঙ্গসংগঠনের ক্ষেত্রে এ ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করার দাবী জানিয়েছে।

সূত্র জানায়, খুলনা বিভাগের মধ্যে ঝিনাইদহ জেলায় ছাত্রদলের সাংগঠনিক অবস্থা ভালো। কোটচাঁদপুর ও মহেশপুর কমিটি স্থানীয় সংসদ সদস্যের কারণে করা যায়নি। খুলনা জেলায় সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত। নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা আছে। তবে জোরালো কোন্দল নেই। স্থানীয় বিএনপি নেতাদের গ্রুপিং ছাত্রদলের ওপর মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করছে। খুলনা মহানগর শাখায় মেয়র ও স্থানীয় এক প্রভাবশালী নেতার দ্বন্দ্বে ছাত্রদলে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। আওয়ামী লীগের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত নড়াইল জেলায় বিএনপির কোন অবস্থান ন থাকায় ছাত্রদলকেই মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হয়। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব না থাকলেও সকলে নতুন নেতৃত্ব চায়। জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষা উপমন্ত্রী এডভোকেট আব্দুস সালাম পিন্টুর তত্ত্বাবধানে নেতাকর্মীরা মূল্যায়িত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন নেতারা। শিক্ষা উপমন্ত্রীর ভূমিকায় সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করেছে। বাগেরহাট জেলায় ছাত্রদলের সাংগঠনিক অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। বিএনপি নেতা ও এমপির্দের হস্তক্ষেপ করার কারণে ছাত্রদলের স্বাতন্ত্র্যবোধ বিনষ্ট হচ্ছে। বিএনপি জেলা ছাত্রদলের আহবায়ক করে তিন বার পরিবর্তন করেছে। বিএনপির একটি অংশ প্রশাসনের সাথে মিলে ত্যাগী নেতাকর্মীদের হয়রানি করছে। রামপাল থানা ও পিসি কলেজের কার্যক্রম বিএনপি স্থগিত করেছে। ছাত্রদল নেতাকর্মীরা ছাত্র ও অবিবাহিতদের দিয়ে নতুন কমিটির দাবী করেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, সাতক্ষীরা জেলায় ছাত্রদলের কমিটির মেয়াদ বহু আগেই শেষ হয়েছে। চাত্রদল নেতাকর্মীরা অধিকাংশই ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে ব্যস্ত। যশোর জেলায় ছাত্রদলের অবস্থান অত্যন্ত নাজুক। দীর্ঘদিন কেন্দ্রীয় কমিটির কার্যক্রম স্থগিত থাকার কারণে থানার কমিটি করা যায়নি। বিএনপির হস্তক্ষেপ এবং বিএনপির দুই প্রভাবশালী নেতার দ্বন্দ্বে ছাত্রদলে প্রভাব ফেলছে।

সফরকারী দল যশোরে পৌছলে দুই গ্রুপ হাতাহাতিতে লিপ্ত হলে যশোর জেলার কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। মেহেরপুরে ছাত্রদলের কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে নতুন আহবায়ক কমিটি গঠন করেছে সফরকারী টিম। সেখানে ওয়ার্কার্স পার্টি থেকে আসা নেতাকর্মীদের সাথে প্রকৃত বিএনপি ও ছাত্রদল নেতাকর্মীদের স্নায়ুযুদ্ধ বিদ্যমান রয়েছে। ছাত্রদল অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় দীর্ঘদিন কমিটি নেই। এখানে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৬ বছর কোন কমিটি না থাকায় সাংগঠনিক অবস্থা দুর্বল। বিএনপিই ছাত্রদলের নিয়ন্ত্রণ করছে। বিএনপির স্থানীয় দুই প্রভাবশালী নেতার দ্বন্দ্বে ছাত্রদল জড়িয়ে পড়েছে। কুষ্টিয়া জেলায় ছাত্রদলের সাংগঠনিক অবস্থা ভালো। তবে বিএনপি মাঝে মাঝে হস্তক্ষেপ করে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদল শিক্ষক রাজনীতির শিকার। শিক্ষকদের দুটি গ্রুপ নিজেদের স্বার্থে ছাত্রদলকে দ্বিধা-বিভক্ত করে রেখেছে। ভিসি ছাত্রদল নেতাকর্মীদের অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্ব দেন। মাগুরা জেলায় ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থানীয় বিএনপি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বিএনপি এখানে ছাত্রদলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে আহবায়ক কমিটি গঠন করে। এ ব্যাপারে স্থানীয় বিএনপির সভাপতি ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে কোন আলাপ ...